সংবাদ

তারিখ ..... 2 JUL 2003
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ৭ .....

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতপ্রীতি

৮০ জন শিক্ষকের ৫০ জনই জামাত-শিবির সমর্থিত

সারোয়ার জাহান সুমন, চ.বি থেকে ঃ প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশকে পাশ কাটিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক বছরে নিয়োগ ৮০ জন শিক্ষকের ৫০ জনই জামাত শিবির সমর্থিত শিক্ষক। এছাড়া বিজ্ঞাপিত পদের বাইরে ও এ সময় অতিরিক্ত অন্তত ৩০ জন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা মূলত জামাত-শিবিরের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বি.এন.পি পন্থী শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১০ হতে ১৫ জন হবে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি'র কয়েকজন শিক্ষক নেতা। চ.বি প্রশাসনের এ 'জামাত-প্রীতি'তে শিক্ষক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক বছরে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের প্রায় ৭০% শতাংশই জামাত-শিবির সমর্থিত। গত এক বছরে প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে সিলেকশন বোর্ড ৩০ হতে ৩৫ জনের স্থলে অন্তত ৮০ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে স্বয়ং জামাত-বিএনপিপন্থী সাদা প্যানেলরই কয়েকজন সদস্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিলেকশন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চ.বি উপাচার্য প্রফেসর এ. জে. এম নুরুদ্দীন চৌধুরী।

শিক্ষক নিয়োগে প্রশাসনের এখন দলীয়করণে চ.বি'র শিক্ষক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জামাত বিএনপিপন্থী একাধিক শিক্ষক এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাদা প্যানেল হতে নির্বাচিত চ.বি শিক্ষক সমিতির এক প্রভাবশালী সদস্য এজন্য উপাচার্যকে দায়ী করেন।

এ প্রসঙ্গে চ.বি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন নিজামী বলেন, "প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ না মানার এখতিয়ার সিলেকশন কমিটির আছে। কিন্তু অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করে জামাত-শিবির সমর্থিত শিক্ষক নিয়োগের অধিকার কারো নেই।" তিনি সংশ্লিষ্ট মহলের এমন তৎপরতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও ঐতিহ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করেন।

এ প্রসঙ্গে চ.বি উপাচার্য প্রফেসর এ. জে. এম নুরুদ্দীন চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, "যথাযথ ভাবে নিয়ম অনুসরণ করে যোগ্য প্রার্থীদেরই নিয়োগ দেয়া হয়েছে।"